স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্বশীল হয়ে উপাচার্যদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। কোনো উপাচার্য যদি ভাবেনÑ নিজের মতো কাজ করব, আমিই রাজা; তাদের পাশে থাকবেন না বলেও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই হুশিয়ারি দেন।

অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) উপাচার্যের পদত্যাগের দিনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আপনারা শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করবেন। সৎভাবে চলবেন। আপনাদের কার্যক্রমে সমাজের অনেক উপাচার্য বিব্রত। স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, মান-সম্মান, নিয়ম-কানুন ও আইনের মধ্যে থেকে কাজ করলে ২০০ শতাংশ সহায়তা পাবেন। যদি আইন মানা না হয় তা হলে আমরা বলবÑ স্যরি। ভিসিদের কেউ যদি ভাবেন যে, আমি আমার মতো কাজ করব, আমিই রাজা; তা হলে সহযোগিতা দূরে থাক, তাদের বলবÑ স্যরি। আর আইনের মধ্যে থাকলে আপনাদের সঙ্গে আমরা ষোলো আনা আছি।'

advertisement

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, কয়েক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশেষ করে রাজধানীর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্বরতরা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন বলে মন্ত্রীকে জানান। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে নানা রকম চাপে পড়েন। কারও স্বার্থের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিলে নানা রকম হুমকির মুখেও পড়তে হচ্ছে উপাচার্যদের। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'স্থানীয় প্রভাবশালী কারা, চিহ্নত করে আমাদেরকে জানাবেন। যেখানে যে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার সরকার নেবে। আপনারা দেখেছেন, ইতোমধ্যে সরকার কোথাও কোথাও এমনটি করেছে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না করেও দৃষ্টান্ত হিসেবে উপাচার্যদের উদ্দেশে দীপু মনি বলেন, 'দায়িত্বশীল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে হবে। উপাচার্যদের কথোপকথনেও সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কিংবা সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে কোনো ইস্যুতে কথা বলার সময় হতে হবে আরও দায়িত্বশীল। কোনো কথা মাথায় এলে বলার আগে ভাবতে হবে। বললে সেটা আরও গভীর ভেবে দেখতে হবে। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কথায় দেখছি অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের কাজ আমাদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন নয়। আমরাও একই কাজ করি। আপনারা যে বুঝদার নন, তা নয়। ইউজিসিতে যারা আছেন তারাও আপনাদের লোক। দুদিন পর ওখানে আপনাদের মধ্য থেকেই কেউ আসবেন। ভিসিরা ফোন দিলে আমি সম্মানিত বোধ করি। আপনাদের কাছে আমরা অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত ও ঘোষিত আছে। সেখানে জাতিকে নিয়ে যেতে হবে। তাই শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। শিক্ষার ব্যাপারে সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের ভুল হতে পারে; কিন্তু ভালো করার জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না বলে আশা করি।

বৈঠকে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন এবং ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্যদের মধ্যে ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহমেদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লুৎফুল হাসান, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমরান কবির চৌধুরী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোস্তাফিজুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনাজ আহমেদ নূর প্রমুখ